প্রথম আলো

তারিখ ১৪ JUL 2013
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

শিক্ষক-সংকট, বিপাকে শিক্ষার্থীরা

আবদুল কুদ্দুস, কক্সবাজার ●

শিক্ষক-সংকটের কারণে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে কক্সবাজার সরকারি কলেজে। অপর্যাপ্ত আবাসনব্যবস্থা এবং যেটুকু আছে তা-ও জরাজীর্ণ ও বসবাসের অনুপযোগী হওয়ায় দুর্গম এলাকার শিক্ষার্থীরা পড়ছেন বিপাকে। পর্যটন শহর হওয়ায় কর্মসংস্থানের সুবাদে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা অনেক পরিবারও তাদের সন্তানদের নিয়ে চিন্তিত উচ্চশিক্ষার এ বিদ্যাপীঠে নানা সংকটের কারণে।

কলেজ কার্যালয় থেকে জানা গেছে, ইসলামের ইতিহাস বিভাগে চারজন অধ্যাপকের পদে বর্তমানে কর্মরত আছেন মাত্র একজন। ইতিহাস, উদ্ভিদবিদ্যা ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রতিটিতে চারজনের মধ্যে দুজন করে শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। কলেজে ৬৪ শিক্ষকের পদ থাকলেও বর্তমানে আছেন ৪৩ জন। এতে কলেজের সাত হাজারের বেশি শিক্ষার্থীকে পাঠদান করতে গিয়ে শিক্ষকেরা হিমশিম খাচ্ছেন। তা ছাড়া চার বছর আগে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু করা হলেও অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি। কলেজে প্রায় ১০ হাজার বইয়ের সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থাগার থাকলেও সেখানে গ্রন্থাগারিক নেই। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ২৭ কর্মচারীর মধ্যে আছেন মাত্র ১৩ জন। আসবাবের সংকট তো আছেই।

কলেজের অধ্যক্ষ এ কে এম ফজলুল করিম চৌধুরী বলেন, কলেজে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সের বিষয় বাড়ানোর পাশাপাশি নতুন করে আরও ৪৬ শিক্ষকের পদ সৃষ্টির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের বহুপরিচালক বরাবর গত ২৭ মে আবেদনপত্র পাঠানো হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া ২১ শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের চেষ্টা চলছে।

শহরের লিংকরোড এলাকায় প্রায় ১৮ একর জমির ওপর ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজে পাঠদানের ভবনগুলো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

বাংলা বিভাগের ছাত্রী কামরুন্নাহার বলেন, কলেজে ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি ছাত্রীনিবাস থাকলেও সেখানে গাদাগাদি করে ১৮৪ জন ছাত্রী থাকেন। দুর্গম গ্রামের পরিব ছাত্রীদের শহরে ভাড়া বাসায় থেকে লেখাপড়া চালাতে হচ্ছে। পর্যটন নগরী হিসেবে এমনিতেই জীবনযাপন ব্যয়বহুল, তার ওপর বাসা ভাড়া গুনতে হয়।

দূরের ছাত্রদের জন্য ৪০ আসনের একটি টিনশেড ছাত্রাবাস থাকলেও বর্তমানে তা বন্ধ।

অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক জানোয়ারা বেগম বলেন, কলেজে শিক্ষকদের থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই। অধ্যক্ষের জন্য একটি বাসভবন থাকলেও তা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

অধ্যক্ষ বলেন, ক্যাম্পাসে আরেকটি ছাত্রীনিবাস ও নতুন শহীদ মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা চলছে। কলেজের জমি যেন বেদখল না হয়, সে জন্য সীমানাপ্রাচীর তৈরি করা হচ্ছে।